প্রথম আলো

তারিখ ... 20 JUN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৫ ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ফি বেড়েছে ১৫ ভাগ দুই শিক্ষককে শাস্তি

শরিফুজ্জামান ●

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা ও নিবন্ধনসহ বিভিন্ন ফি ১৫ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করে, এই ফি আরও বাড়ানো উচিত। তারা বলছে, অধিভুক্ত কলেজগুলোতে নিম্ন ও নিয়মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করায় প্রয়োজন থাকলেও ফি ততটা বাড়ানো হয়নি।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোয় ১০ লাখের বেশি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। এসব শিক্ষার্থীর কাছ থেকে বিভিন্ন খাতে নেওয়া ফি দিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয়। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়টির পরীক্ষা, ফল প্রকাশসহ বিভিন্ন সেবা নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ রয়েছে।

গতকাল শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটে ২০১০-১১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট পেশ করার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ ফি বাড়ানোর কথা জানান। রাজধানীর ধানমন্ডিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিটি অফিসে সিন্ডিকেটের ১১৭তম সভায় কোষাধ্যক্ষ বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। এ সময় তিনি বলেন, গত এক বছরে দেশের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে কয়েক গুণ। এ সময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পরিচালনার ব্যয়ও বেড়েছে প্রায় ৪০ শতাংশ।

> অনিয়মের কারণে দুই শিক্ষকের পদাবনতি হয়েছে। এঁরা হলেন সহযোগী অধ্যাপক আবু ইউসুফ ও সহকারী অধ্যাপক ফজলুল হক সৈকত

জানা যায়, শিক্ষার্থীর ফি বাড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষকদের সম্মানী বাড়ানো হয়েছে। পরীক্ষার খাতা দেখা, পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করা এবং প্রশ্নপত্র তৈরিসহ বিভিন্ন কাজে জড়িত শিক্ষকেরা আগের তুলনায় ২০ থেকে ৩০ শতাংশ বেশি সম্মানী পাবেন।

গতকালের সভায় অনিয়মের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষকের পদাবনতি হয়েছে। এঁরা হলেন সহযোগী অধ্যাপক আবু ইউসুফ এবং সহকারী অধ্যাপক ফজলুল হক সৈকত। আবু ইউসুফের বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য দিয়ে চাকরি নেওয়ার অভিযোগ ছিল। তিনি সহযোগী অধ্যাপক থেকে সহকারী অধ্যাপক হবেন। ফজলুল হক সৈকতের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ঘুষ নেওয়ার। তিনি সহকারী অধ্যাপক থেকে প্রভাষক হবেন।

অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রক্টর সাহাবুদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন উপদেষ্টার মতামত সাপেক্ষে সাহাবুদ্দিনকে অব্যাহতি অথবা তাঁর বিরুদ্ধে নতুন করে অভিযোগ গঠন করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র জানায়, এই তিনজনই একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী হিসেবে পরিচিত। সিন্ডিকেটের ১১২তম সভায় তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই সহ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষকে প্রধান করে তিনটি কমিটি গঠন করা হয়। এসব কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নতুন কমিটি গঠন, কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়াসহ আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দুজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া গতকালের সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৭০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকরি স্থায়ী করা হয়েছে। তবে প্রয়াত উপাচার্য আফতাব আহমাদের সময় চাকরি পাওয়া প্রায় ৩০ কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকরি স্থায়ী হয়নি। এ প্রসঙ্গে একজন সিন্ডিকেট সদস্য জানান, ওই সময় নিয়োগপ্রাপ্তদের চাকরি স্থায়ীকরণ ও পদোন্নতির বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি নির্দেশনা রয়েছে। তবে 'বঞ্চিত' একজন কর্মকর্তা দাবি করেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি চিঠির অপব্যাখ্যা করে এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

এদিকে সিন্ডিকেট গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্ব বাজেট অনুমোদন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছ থেকে ১৮ কোটি ৫০ লাখ টাকার সম্ভাব্য অনুদানসহ ১০৯ কোটি ৯৪ লাখ ৭৩ হাজার টাকা আয় এবং ১০৯ কোটি ৯২ লাখ ২০ হাজার টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। সিন্ডিকেটে ২০০৯-১০ অর্থবছরের ৮৩ কোটি ১৪ লাখ ৮৭ হাজার টাকা আয় এবং ৮৩ কোটি ১০ লাখ ১৬ হাজার টাকা ব্যয়-সংবলিত সংশোধিত বাজেটও অনুমোদিত হয়।

সিন্ডিকেট সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কাজী শহীদুল্লাহ। এ সময় শিক্ষাসচিব সৈয়দ আতাউর রহমান, দুই সহ-উপাচার্য তোফায়েল আহমদ চৌধুরী ও এম আবু সাঈদ খান উপস্থিত ছিলেন।